ফেসবুক ব্যবহারে কিছু ইসলামী নির্দেশনা

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আলী হাসান তৈয়ব

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1433

IslamHouse.com

﴿ توجيهات إسلامية لمستخدمي فيسبوك ﴾

« باللغة البنغالية »

علي حسن طيب

مراجعة: الدكتور أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1433

IslamHouse.com

ফেসবুক ব্যবহারে ইসলামী নির্দেশনা

ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় প্রতিটি মানুষই এখন কম-বেশি ফেসবুক ব্যবহার করেন। ফেসবুক এখন পৃথিবীর অন্যতম আলোচিত বিষয়। ফেসবুক এ জগতের এক নতুন শক্তির নাম। এর মাধ্যমে কোনো দেশে বিপ্লব সাধিত হচ্ছে। কোথাওবা সরকারের গদি টালমাটাল হচ্ছে। আবার এর মাধ্যমে দুষ্কৃতিকারীরা মিথ্যা ছড়িয়ে দিচ্ছে। অশ্লীলতা ও নগ্নতাকে সহনীয় করে তুলছে। তরুণ প্রজন্মের অনেকের কাছেই আজ এই ফেসবুক এক আফিমের মতো। পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য তরুণ-তরুণী এর মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক গড়ছে এবং মিথ্যার রাজত্ব কায়েম করছে।

তেমনি এর মাধ্যমে হাজারো মুসলিম ভাই-বোন নিজেদের কল্যাণকর চিন্তা ও জনহীতকর ধারণা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। বিশুদ্ধ আকীদা ও চিন্তা-চেতনার প্রসারও সহজ হয়ে গেছে। যখন যে উপলক্ষ আসছে সে সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সহজেই ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে এর মাধ্যমে। ইসলাম ও মানবতার শত্রুরা এতদিন যখন ইন্টারনেটের এই ভার্চুয়াল দুনিয়ায় ইচ্ছে মত ইসলাম ও ইসলামের নবী এবং তাঁর আদর্শকে অসম্মান বা অপমান কিংবা তার বিরুদ্ধে বিবেকহীন অপপ্রচার চালিয়েছে কোনো বাধা ছাড়া। আজ তারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া যাচ্ছে। পৃথিবীর বিবেকবান মানুষের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরা যাচ্ছে এই ফেসবুকের মাধ্যমে।

বর্তমানে তাই নেককার মুত্তাকি লোকদেরও দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে। কিন্তু জুকারবার্গের এ দুনিয়ায় পা রেখেই তাঁরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন অনেক দুরাচারী বা রুচিহীন লোকের উৎপাতের কারণে। অনেকে অযথা অভব্য বাক্য লিখে কিংবা অশালীন ছবি পোস্ট করে নিজের ওয়ালে। আর তা তাদের কাছে ভালো লাগলেও অনেকের কাছেই যে ন্যাক্কারজনক প্রতীয়মান হয় সেদিকে তারা খেয়াল করে না। এদের দেখে দমে গেলে হবে না। চেষ্টা করে যেতে হবে সাধ্যমত ভালো কথা বলে যেতে। সে লক্ষ্যেই বক্ষমান নিবন্ধে আমরা চেষ্টা করব ফেসবুক ব্যবহারের ১০টি ইসলামী নির্দেশিকা তুলে ধরতে। এগুলো মূলত ইসলামের আদর্শ বোধ থেকেই আমাদের সবার খেয়াল করা দরকার। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বুঝার এবং মানার তাওফীক দান করুন।

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (১)

এটা জানা কথা যে পরিমিত লজ্জা নারী চরিত্রকে উচ্চতায় নিয়ে যায়। লজ্জা নারীর বিশেষ ভূষণ বৈ কি। আর লজ্জা খোয়ানোকে তার জন্য একটি দুর্যোগ ভাবা হয়। এটি কলংকিত করাকে এক ধরনের বেইজ্জতি গণ্য করা হয়।

অতএব আপনি যখন ফেসবুকে শিষ্টাচারের বৃত্ত অতিক্রম করে কোনো মেয়েকে খোশালাপে মেতে উঠতে দেখবেন। তার আলাপ এতোটা রুচিহীন হয় যে তা যেন কোনো পর্নোগ্রাফির দৃশ্য আপনার সামনে

দেখতে দাঁড় করিয়ে দেয় অথবা আপনি শিষ্টাচার বা সার্বজনীন রুচি বহির্ভুত দৃশ্যাবলি দেখতে শুরু করেন। কিংবা চোয়াল উন্মুক্ত করে সে বলছে, 'হে আমার জীবন, আমার প্রাণপ্রিয়, হে আমার হৃদয়'... ইত্যাদি তবে প্রিয় পাঠক, আপনি তখনই নিশ্চিত হয়ে যাবেন যে মেয়েটি 'নির্লজ্জ। লজ্জা বলতে তার কিছু নেই!'

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (২)

এটা সর্বসম্মত বিষয় যে প্রথম যা ব্যক্তির চিন্তা, তার সংস্কৃতি এবং তার আচার-ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করে তা হলো তার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়গুলো। অতএব যখন আপনি ফেসবুকে কারও তথ্য শেয়ারের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করবেন যে সে প্রেম ও মেকি ভালোবাসার বিদ্যালয় থেকে পাশ করে এসেছে বা এখনও সেখানে অধ্যয়নরত, তবে আপনি তার থেকে নিজের হাত ধুয়ে নিন। অন্য ভাষায়, তাঁকে একপাশে সরিয়ে দিন এবং তার কাছ থেকে সসম্মানে সরে আসুন।

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (৩)

বিশ্বস্ততা ও সত্যনিষ্ঠতা হলো অন্যদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার চাবিকাঠি। এটা গ্যারান্টি দেয়া যায় যে এই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বন্ধুরা আপনাকে একদিন আঘাত দেবে না। কিন্তু মিথ্যাবাদী, বিশ্বাস ও আস্থাহীন লোক আপনার জন্য খামোখাই অকল্যাণ ডেকে আনবে।

আপনি যদি ফেসবুকে এমন কাউকে দেখেন যে কিনা নাম প্রকাশ না করে কিংবা আকার-ইঙ্গিতে অন্যের কথা বলে বেড়ায় এবং এমনকি এর চেয়ে খারাপ ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো যে সে নিয়মিত মিথ্যা বলে। যেমন মানুষের প্রশংসা কুড়াবার জন্য অন্যের লেখা বা বক্তব্য চুরি করে অথবা নিজের ক্ষুদ্র পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারে সে মরিয়া, তবে আপনাকে নিশ্চিত হয়ে যেতে হবে যে তাকে আপনি ডিলিট করবেনই। তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন করতেই হবে। কারণ, তাঁর উপস্থিতি আপনার ক্ষতিই বয়ে আনবে।

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (৪)

যে কারও ফেসবুক আপডেটগুলো আপনাকে উপকৃত করছে, হয়তো সে আপনার চেতনাকে শাণিত করছে কিংবা আপনার তথ্য বা জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে অথবা আপনাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় আলোকিত করছে- তিনি ওই ব্যক্তি থেকে উত্তম যে তার নিত্য-নতুন আপডেটে শুধু প্রেম-ভালোবাসা কিংবা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথাই শেয়ার করে। তখন আপনি আগের বন্ধুদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন। এমনকি যদি এর খেসারত হিসেবে অনেকেই আপনাকে শেয়ার না করে। আর আপনি দ্বিতীয় জন থেকে দূরে থাকুন। কারণ তাকে স্মরণ করে আপনার কোনো লাভ নেই।

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (৫)

আমার প্রিয় বোন, মেয়েদের ফেসবুকে শুধু যদি মেয়েরা অংশগ্রহণ করে তবে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু যদি কোন ছেলের সাথে অত্যন্ত প্রয়োজনে অংশগ্রহণ করতেই হয়, তবে সেখানে যেন থাকে আপনার আত্মসম্মানবোধ। ছবি শেয়ার করা কখনো আপনার জন্য বৈধ হবে না। তার সাথেই শুধু অতীব প্রয়োজনীয় কোন আলাপ করতে পারেন যে আপনাকে সম্মান করে, আলাপ করতে চাইলে শালিন ও মার্জিত শব্দ চয়ন করে। ভদ্রোচিত পন্থায় আপনার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করবে। অতএব সে আপনাকে সম্বোধন করায়, আপনার প্রশংসায় কিংবা অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ হবার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবে না। কিন্তু আপনি যাকে বা যাদের দেখবেন ফেসবুকে রুচিহীনভাবে সম্বোধন করছে কিংবা শ্রদ্ধার সীমা থেকে দূরে গিয়ে সম্বোধন করছে, যেমন : হে চাঁদ, আমার মধু, আমার ভালোবাসা ... ইত্যাদি বলছে, তখন আপনি বুঝে নেবেন যে সে বা তারা প্রেম-ভালোবাসার প্রতারক ভিখিরি। সে আপনাকে অসম্মান করবে, আপনার মর্যাদায় আঘাত দেবে। অতএব আপনি আর তাদেরকে আপনার সামনে থাকতে দেবেন না। এমনকি দ্বিতীয়বারের মতোও না।

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (৬)

প্রত্যেকের নিজস্ব লক্ষ্য ও মনোযোগ রয়েছে। আপনার মনোযোগ ও রুচিকে সবসময় উন্নততর করুন। ফেসবুকে রুচিবোধ সম্পন্ন এবং সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের ছেঁকে বের করুন। এমন ব্যক্তির সঙ্গ

আপনাকে কোনো উপকারই দিতে পারবে না যে এই সাইটে শুধুমাত্র গেমস বা খেল-তামাশা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অথবা যে কি না গানের সিলেবল বা অংশ স্থাপন বা অধঃপতিত ছায়াছবির দৃশ্য উত্থাপন কিংবা অন্যদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকতা বা জরুরি বিষয়ে খেল-তামাশা করা ছাড়া কিছুই জানে না। আপনার তালিকাটিকে পরিষ্কার করুন। তা শুধুমাত্র সুন্দর, দরকারী ও ফলপ্রদ বিষয় ছাড়া কিছুই বহন করবে না। সন্দেহ নেই এটি আপনার জন্য কল্যাণ নিয়েই ফিরে আসবে। কারণ, সুন্দর সুস্থ পরিবেশ আপনাকে সুখাদ্য সরবরাহ করবে আর অসুস্থ পরিবেশ আপনাকে কুখাদ্য দেবে। এখন সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (৭)

কোনো বিষয়ে লাইক দিলে তা আপনার দিকে পথ দেখাবে। লাইক পাওয়া ব্যক্তিকে আপনার প্রতি আগ্রহী করবে। যদিও আপনি এমন ব্যক্তি হন যে পড়ে না, দেখে না, কিছু বোঝে না। যে শুধু নিজের ভালোলাগার ইষৎ প্রকাশ ঘটায় এবং খানিক বাদেই চলে যায়। অতএব আপনি কী বলছেন, কী পড়ছেন এবং কোনটাতে লাইক দিচ্ছেন তা জেনে বুঝেই দিন।

ফেসবুকে কতই না পেইজ ওপেন করা হয়েছে খারাপ ও কুৎসিত, যা ধর্ম ও চরিত্র বিরোধী। আর কত জনকেই দেখা যায় নির্বুদ্ধিতাবশত এসব পেইজকে লাইক দেন। অথচ তারা খেয়াল করেন না যে এই লাইক দেয়াটা ওই পাতা উন্মোচনকারীকে এসব গাল-মন্দ ও ন্যাক্কারজনক কথাবার্তায় আরও উৎসাহিত করবে। তার লাইক দেয়ার

মাধ্যমে বিষয়টি আরও প্রচার পাবে। আপনি ভালো করেই জানেন যে, অন্যায় করা যেমন অপরাধ অন্যায় পছন্দকারী হয়ে তার প্রসার করাও তেমনি অপরাধ। অথচ তারা বুদ্ধিমানের পরিচয় দিতে পারেন এ ব্যাপারে নিরবতা ও নিস্পৃহতা প্রদর্শন করে। এমন করা হলে চটুল প্রচারকামী ওই ব্যক্তি নিরুৎসাহিত হবে, তার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে, অধিক পাঠক টানা কিংবা অন্যকে ক্ষুব্ধ করার অশুভ অভিপ্রায়ে ধাক্কা লাগবে।

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (৮)

অন্যদের সঙ্গে গিভ এন্ড টেক বা 'দাও এবং নাও' নীতি পরিহার করুন। কারণ আপনি যদি এই নীতির ওপর চলেন তাহলে অচিরেই আপনি এমন স্বার্থপর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পাবেন যে কি-না সবকিছুতেই বিনিময় প্রত্যাশা করে- এমনকি অনুগ্রহেরও।

ফেসবুকে আপনি ওই বিষয়গুলো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে ভুলবেন না যা নতুন কোনো একাউন্ট খোলা ছাড়াই অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করা সম্ভব। এবং যাতে আপনার বা তাদের ওয়াল থেকে এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়।

বিনিময় বা বদলার জন্য অপেক্ষায় না থেকে সৌজন্যবোধের পরিচয় দিন। শেয়ারযোগ্য মনে করলে সেটি পোস্টকারীর সঙ্গে পরিচয় বা দীর্ঘ সম্পর্ক আছে কি-না তার প্রতি খেয়াল না করে অবশ্যই শেয়ার করুন। আর স্মরণ করুন যে আপনিও তো তাদের কারও পাতায় কোনো প্রকার জবাব দেন নি। অথচ তারপরও তারা বিষয়টি আপনার জন্য সংরক্ষণ

করে গেছেন। বরং আপনি তাদেরটা পড়বেন আর তারাও আপনারটা পড়বে। আর এটিই সবচে গুরুত্বপূর্ণ!

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (৯)

আপনার ফেসবুক ওয়ালে শুধু তা-ই রাখবেন যা সুন্দর এবং কল্যাণকর। আর আপনি নিষিদ্ধ বিষয় থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। কারণ তা এক প্রকার গুনাহে জারিয়াহ বা চলমান পাপ কিংবা কোনো বিষণ্ণ বিষয়কে মনে করিয়ে দেবে। কারণ, এমন হতে পারে যে কোনো মেয়ের জন্য গানের কোনো অংশ রেখে দিলেন আর সে মারা গেল –আল্লাহ তার ওপর রহম করুন- তখন তা তার কোনো বন্ধু গ্রহণ করল যা সে অন্যদের মাঝে প্রচার করল। আর আপনি যদি মারা যান? তবে তা তো আরও উদ্বেগের বিষয়।

সবসময় আপনি যদি মন্দ বর্জন না করতে পারেন তবে অন্তত চেষ্টা করুন। তা শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখুন। তা অন্যের কাছে প্রচার করে নিজের গুনাহের পাল্লা ভারি করার কোনো প্রয়োজন নেই।

ফেসবুক ব্যবহার নির্দেশিকা : (১০)

আপনি ফলবতী গাছ হোন, যার ছায়া অন্যদেরকে অজ্ঞতার তাপ থেকে রক্ষা করে। যার ফল অবসরের ক্ষুধা মেটায়। আপনার বন্ধুরা তথ্য দেবার পর তাদের জন্য উপকারী বিষয় উপস্থাপন করুন। তাদের কষ্ট বেদনায় আপনার সম্প্রদায়কে শরীক করুন, তাদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় এবং তাদের দেশের চিন্তা-পেরেশানী আপনার ভাইদের জানান। আপনি

সবার কাছে থাকুন। একে অন্যের সাথে আপনার লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষা করুন। তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবেন না। তাদের সমালোচনা করবেন না। কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাবেন না।

পাঠক, পরিশেষে জেনে রাখুন, আপনি নিজের জীবনের পাতাগুলো দিয়ে অমর হতে পারেন। সম্মানের সঙ্গে আপনি আলোচিত হতে পারেন। এমনকি মৃত্যুর পরও। অতএব আপনার ফেসবুকের পাতাটিকে বানান ইসলামের ও শান্তির এবং সৌন্দর্য ও ভালোবাসার। এমন পাতা যা আপনার নাম ও কীর্তিতে সদা সর্বদা আলোচিত ও স্পন্দিত হতে থাববে। সর্বোপরি মনে রাখবেন আপনার প্রতিটি কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। আর আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রতিটি সময়ের হিসেব দিতে হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সবাইকে প্রযুক্তির ভালো দিকগুলো গ্রহণ করার এবং মন্দ দিকগুলো বর্জন করার তাওফীক দিন। সকল মন্দ থেকে বাঁচার এবং কল্যাণে শরীক তাওফীক দান করুন। প্রতিটি সময়কে আখিরাতের সঞ্চয় বাড়ানোর কাজে ব্যয় করবার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন।

ইন্টারনেট অবলম্বনে